সংবাদ

তারিখ ... 3 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৪ ...

গতকাল মুক্তি ভবনে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সংবাদ সম্মেলন –সংবাদ

সংবাদ সম্মেলনে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি

সরকারি শিক্ষকদের সমান বেতন-ভাতা চাই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের শর্তহীনভাবে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সমান বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর মুক্তি ভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা এ দাবি জানান। এছাড়া তারা অবিলম্বে ১০ দফা দাবি পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বেসরকারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামসুল আলম লিখিত বক্তব্যে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণবিহীন বেসরকারি প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ৩ হাজার টাকা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ৩ হাজার একশ' টাকা

চাই : পৃ: ২ ক: ৪

চাই : বেতন-ভাতা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

এবং বাড়ি ও চিকিৎসা ভাতার ৪শ' টাকার সঙ্গে ২০ ভাগ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে; কিন্তু একই ক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষকদের বেতন স্কেল একই থাকলেও তারা বাড়িভাড়া (মফস্বল) ৪৫ ভাগ, চিকিৎসা ভাতা ৭শ' টাকা, টিফিন ভাতা দেড়শ' টাকা, ধোলাইভাতা ৭৫ টাকা এবং শিক্ষা সহায়ক ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ২শ' থেকে ৩শ' টাকা পাচ্ছেন।

এছাড়া প্রশিক্ষণবিহীন বেসরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক, প্রশিক্ষণবিহীন সরকারি প্রধান শিক্ষক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারি প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল ৩৩শ' ও ৩৫শ' টাকা হলেও বেসরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকদের ঘরভাড়া ও চিকিৎসা ভাতার ৪শ' টাকার সঙ্গে ২০ ভাগ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে; কিন্তু সরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকদের বাড়িভাড়া (মফস্বল) ৪৫ ভাগ, চিকিৎসা ভাতা ৭শ' টাকা, টিফিন ভাতা দেড়শ' টাকা, ধোলাইভাতা ৭৫ টাকা এবং শিক্ষা সহায়ক ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ২শ' থেকে ৩শ' টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি চাকরি জাতীয়করণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল ও বিভিন্ন ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় এসব বৈষম্যের অবসান, ১৯৯২ সালে নিয়োগকৃত ১০৩ জন শিক্ষকের বেতন প্রদান ও চাকরির বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করার দাবিসহ মোট ১১ দফা দাবি পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে এই দাবিগুলো পূরণ না হলে আগামী বছরের ৫ জানুয়ারি নতুন করে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে ২ জন বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষককে গাছের সঙ্গে বেঁধে অমানুষিক নির্যাতনকারী কক্সবাজারের সরকারদলীয় এমপি আবদুর রহমান বদির বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে সমিতির মহাসচিব মৃগেন্দ্র মোহন সাহা, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আবুল কালাম আজাদ, আবু বকর সিদ্দিক, সাইফুল ইসলাম, মীর মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।